মেহেরপুরে তামাক চাষিদের ১৫ টি দাবি আদায়ে অনশন

বিদেশি কোম্পানির আগ্রাসন থেকে দেশীয় তামাক শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা ও চাষিদের সুরক্ষাসহ তামাকের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন জেলার তামাক চাষিরা।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলার শতাধিক তামাক চাষি দেশীয় তামাক চাষি কল্যাণ সমিতির ব্যানারে অনির্ধারিত সময়ের জন্য অনশনে বসেছে।

অনশনে অংশ নেওয়া রামদাসপুর গ্রাম থেকে আসা তামাক চাষি আলমগীর ও মেহেরপুর গাংনী উপজেলা থেকে আসা হাফিজুর রহমান জানান, আমরা গরিব চাষী আজকে আমরা তামাক চাষ করতে পারছি না। কেননা আমরা তামাক চাষ করার পর সেটা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেনা। দেশে বর্তমানে শুধু দুটি বিদেশি কোম্পানি এবং কয়েকটি দেশীয় কোম্পানি তামাক ক্রয় করে কিন্তু আজ থেকে ১০ বছর আগেও আমরা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি শতভাগ দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানির কাছে ন্যায্য মূল্যে তামাক বিক্রয় করতাম।

এসকল শতভাগ দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানি নিম্নমানের সিগারেট বানাতো এবং আমরা তাদের জন্য তামাক উৎপাদন করে দিতাম। বিদেশি সিগারেট কোম্পানি শুধুমাত্র উচ্চমানের সিগারেট বানাত, তাই আমাদের তামাকপাতা দেশীয় কোম্পানির কাছে বিক্রি করতাম। কিন্তু এখন আমরা জেনেছি এই বিদেশী কোম্পানী বিশেষত বিএটি নিম্নমানের সিগারেট উৎপাদন করে পুরো বাজার দখল করে নিয়েছে, তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে শতভাগ দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো পেরে উঠছে না। আস্তে আস্তে বাজার হারাতে হারাতে দেশেও মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো আর নেই বলতে গেলে চলে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা তেতুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে আসা তামক চাষি আলমগীর হোসেন আরও বলেন, আমাদের দেশের মাটি উর্বর, আমরা কৃষি কাজ করে দু মুঠো ভাত খেতে চাই তাই আমাদের কৃষি কাজে ফিরে যাওযার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আকুল অনুরোখ করবো আপনি শতভাগ মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোকে বাঁচানোর জন্য যে নীতিমালা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করুন।

এসময় তিনারা আরও জানান, ১৫ টি দাবি আদায়ে লক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত সকরারের পক্ষথেকে কোনো প্রতিনিধি না আসবে ততখোন পর্যন্ত অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনশনে বসে থাকবো।

অনশন চলাকালে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর দেশীয় তামাক চাষি কল্যান সমিতির সভাপতি আলমগীর হোসেন রিন্টু,সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

৬৬ বছর দখলে থাকা পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে এক মামলাবাজের ষড়যন্ত্র

বৈধ কাগজপত্রের ভিত্তিত্বে ৬৬ বছর দখলে থাকা পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিশারত আলী নামে এক মামলাবাজ ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সব জমির পর্চা, দলিল ও দাখিলা থাকার পরও হরিণাকুন্ডু উপজেলার পোড়াহাটী গ্রামের মৃত সবদ আলীর প্রতারক ছেলে বিশারত আলী মিথ্য ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটি দাবী করেন একই উপজেলার চরআড়–য়াকান্দি গ্রামের মৃত নাজির উদ্দীনের ছেলে সিরাজুল ইসলাম তাজুল। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, পোড়াহাটী গ্রামের মকবুল হোসেন, লুৎফর রহমান, শহিদুল ইসলাম, আলফাজ উদ্দীন, আনোয়ার হোসেন, চর আড়–য়াকান্দি গ্রামের আজমুল কবীর ও হারু অর রশিদ প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৫৫ সালে আমার পিতা ডিগ্রির করে চার একর ৪৮ শতক জমি পান। এছাড়া আমি ও আমার চাচাতো ভাইয়েরা বিভিন্ন সময় দলিল ও দাখিলামুলে আরো ৩০/৪০ বিঘা জমি খরিদ করি। এরমধ্যে আমাদের ৫২/৬৮ নাম্বারের একটি ডিগ্রি জাল করে বিশারত আলী।

এই বিশারত রঘুনাথপুর ইউনিয়নে একজন প্রতারক, চতুর, দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ও মামলাবাজ হিসেবে পরিচিত। সে একজনের সঙ্গে আরেকজনের জমিজমা নিয়ে কু-পরামর্শ দিয়ে গোলযোগ বাধিয়ে বেড়ায়। বিশারত এক সময় শৈলকুপার দুধসর গ্রামে বসবাস করতো। সেখানে অপকর্ম করার

কারণে ঢাকায় চলে যায়। ঢাকায় সুবিধা করতে না পেরে আবারো সে গ্রামে ফিরে এসে আগের মতোই কু-কর্ম করে বেড়াতে থাকে। তার কাজ কর্মে গ্রামবাসি এখন ক্ষিপ্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লিখিত বক্তেব্যে সিরাজুল ইসলাম তাজুল উল্লেখ করেন, বিভিন্ন সময় আমাদের কেনা জমি ২০১৪ সালে কাগজপত্র যাচাই অন্তে নামপত্তন করে দেন তৎকালীন হরিণাকুন্ডুর নির্বাহী অফিসার আশরাফুল আমিন ও এসিল্যান্ড সুমি মজুমদার। অথচ এই সব জমি নিয়ে বিশারত আলী সাংবাদিক সম্মেলন করে মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়ার ডেলিভারিম্যান রজনীর আত্মহত্যা

কুষ্টিয়া শহরে রজনী অধিকারী (১৯) নামে এক কলেজছাত্রী ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সোমবার (৮ মার্চ) রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের থানাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত কবির।

রজনী অধিকারী কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার ৯ নম্বর পলানবক্স এলাকার অশোক অধিকারীর মেয়ে। তিনি ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে ডেলিভারিম্যান হিসেবে চাকরি করতেন। রজনী কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। পড়ালেখার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ফুড ডেলিভারির চাকরি করতেন।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে পরিবারের লোকজনের অজান্তে ফাঁস দেয় রজনী। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে পরিবারের লোকজন তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায়।

নিহতের বাবা অশোক অধিকারী বলেন, আমার মেয়ে খুব আদরের ছিল। আদরের মেয়ে আর নেই, আত্মহত্যা করেছে। রজনী খুব রাগী ও অভিমানী ছিল। তার কোনো এক বন্ধুর ওপর অভিমান করে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বী বলেন, রজনী আমাদের এখানে বিনয়ের সঙ্গে মন দিয়ে কাজ করত। মেয়েটা খুব পরিশ্রমী ছিল। ভালো কাজের দক্ষতাও ছিল। আসলে কী কারণে সে আত্মহত্যা করল বুঝে উঠতে পারছি না।

রজনীর বান্ধবীরা বলেন, রজনী খুব জেদি ছিল। যখন-তখন মান অভিমান করে হাত কাটত, না খেয়ে থাকত। সে তার এক বন্ধুর ওপর অভিমান করে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওই বন্ধুর বাড়ি রাজবাড়ী জেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত কবির বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বন্ধুর ওপর অভিমান করে রজনী নামের মেয়েটি ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরে মার্চের বিভিন্ন দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ১৭ ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্মশতবার্ষকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ই মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ হল রুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিছুজ্জামান খান,উপজেলা প্রকৌশলী শাহিন আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মোহা: মজিবুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম,সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব,কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন

মল্লিকসহ মুক্তিযোদ্ধা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও সেচ্ছাসেবি সংগঠনের প্রতিনিধিগন উপস্হিত ছিলেন।আলোচনা সভায় ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষকী ও মুজিববর্ষ বর্নাঢ়্য ভাবে পালনে করণীয় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচি নিয়ে আলোচনা এবং ২৫ শে মার্চ গনহত্যা দিবস পালন ও ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা
দিবস পালনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সূচি নিয়ে আলোচনা এবং অনুষ্ঠান পালনে কিছু সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ২ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির আশংকা

আলমডাঙ্গায় গভীর রাতে বসতবাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। ফায়ার সার্ভিস পৌঁছানোর আগেই অসহায় দুই পরিবারের বসতবাড়ি পুড়ে ভস্কিভূত হয়েছে।

অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি আজ মঙ্গলবার (৯ মার্চ) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার অভয়নগর গ্রামে ঘটেছে। এ ঘটনায় ১ টি ছাগলসহ প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের অভয়নগর গ্রামের দিন মজুর কফিল উদ্দিনের স্ত্রী রাতে রান্না শেষে চুলায় খড়ি শুকাতে দেয়।

খড়ি শুকাতে দিয়েই ঘটে বিপত্তি। রাতেই ওই খড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। মুহুর্তে ছড়িয়ে পড়ে পাশে মাচাল দেওয়া বিচালিতে ও খড়ির গাদায়।

ত্রিব্য আগুনের কালো ধোঁয়াই চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এলাকার সাধারণ লোকজন ছুটে আসে আগুন নেভানোর কাজে। ঘন্টা ব্যাপি আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও নিয়ন্ত্রণ আনতে অপরাগত হয়ে পড়ছিলো

এলাকাবাসী।

পরে, আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। তাদের গতিময়তার কারণে ইতো মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সহর আলির ছেলে কালাম এর বাড়িতে। আগুনে পুড়ে যায় একটি ছাগল সহ ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র। আগুনে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ঘরের টিন ও বৈদ্যুতিক মিটার।

এ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম জানান, গভির রাতে চুলা থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটে। এ অগ্নিকান্ডের কারণে ২ টি অসহায় পরিবারের তিনটি ঘর পুড়ে ভস্কিভূত হয়েছে। আমিসহ এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ ভাবে আগুন নিভিয়ে ফেলেছি। তবে, অসহায় পরিবারে আগুনের কারণে আনুমানিক প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-কার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের শ্যমপুর স্কুল মাঠে গতকাল সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু বলেন, কৃষকলীগকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতেই আজকের এই সম্মেলন।
আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি এই কৃষকলীগকে সংগঠিত করার জন্য। কৃষকলীগ সভাপতি সমীর দাদা ও সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতির নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশ আজ উন্নয়নশীল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ।
এই দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগকেই আগামীতে আবারো ক্ষমতায় আনতে

আমাদের কাজ করতে হবে।
কৃষকলীগ নেতা কাউসার আহম্মেদ কসরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রোকনুজ্জামান কিরন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কৃষকলীগের সদস্য আজিজুল হক, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আশাদুল ইসলাম, জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম-সম্পাদব আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দীপক, জেলা কৃষকলীগের কোষাধ্যক্ষ ওসমান গনি বিস্কুট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আব্দুল মতিন দুদু, জেলা কৃষকলীগ নেত্রী সামসাদ রানু, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, আলমডাঙ্গা পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা, উপজেলা দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল হকের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর যুগ্ম-আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক ফজলুল হক, অভিমান্যু কুন্ডু, আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন, হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি পলাশ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম বকুল, রিপন, কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম, রাশিদুল ইসলাম, রিপন মালিতা প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতি সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী থাকায় নাম ঘোষণা করা হয়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক বলেন, একাধিক প্রার্থী থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। পরবর্ত্তীতে বসে আলোচনা সাপেক্ষে কমিটি ঘোষণা করা হবে।

দর্শনা কেরু’জ নির্বাচন সম্পন্ন সভাপতি সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু’জ নির্বাচন শেষ হলো। গতকাল সোমবার সকাল ৯ ঘটিকা থেকে শুরু করে বিকাল ৪ ঘটিকা পয়ন্ত বিরতিহীন এবং সুষ্ঠু ভাবে কেরু’জ নির্বাচন

শেষ হয়।
এই নির্বাচনে সভাপতি পদে ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ হারিকেন প্রতীক নিয়ে জয়লাভ করেন এবং সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ বাইসাইকেল প্রতীকে জয়লাভ করেন।
জানাগেছে, বিজয়ী সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ (হারিকেন) প্রতীক পেয়েছে ৫৭৩ ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তৈয়ব আলী (চাঁদ তারা) প্রতীক পেয়েছে ৪৯৩ ভোট। বিজয়ী সাধারণ সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ (বাই সাইকেল) প্রতীক পেয়েছে ৫৭১ ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিরুল ইসলাম পিন্স (ছাতা) পেয়েছে ৪৯২ ভোট। বিজয়ী সহ-সভাপতি পদে মোস্তফিজুর রহমান (চেয়ার) প্রতীক পেয়েছে ৫০০ ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহম্মেদ (মোরগ) প্রতীক পেয়েছে ৩১৯ ভোট, এএস এম কবির (হাত পাখা) প্রতীক ২১৬ ভোট ও আবু সাইদ হাসান (মাছ) প্রতীক পেয়েছে ২৮ ভোট। বিজয়ী সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে খবির উদ্দিন (কাপ পিরিচ) প্রতীক পেয়েছে ৪০৪ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আকরাম আলী (কলস) প্রতীক পেয়েছে ৩৮৫ ভোট, ইসমাইল হোসেন (তালা চাবি) প্রতীক পেয়েছে ১৮২ ভোট ও একরামুল হক খলিল (ফুটবল) প্রতীক পেয়েছে ৯১ ভোট। ১ নং ওয়ার্ডে (প্রশাসন ও হিসাব বিভাগ) সদস্য পদে সালাহউদ্দীন (ডাব) প্রতিকে বিজয়ী হয়েছে ৫৩ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে সেলিম খাঁন (বালতি) প্রতীক পেয়েছে ৪৪ ভোট। ২ নং ওয়ার্ডে (চোলাই কারখানা) সদস্য পদে বাবর আলী (বেলচা) প্রতীক ৮৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আমিনুল ইসলাম (ডাব) প্রতীক পেয়েছে ৬০ ভোট। ৩ নং ওয়ার্ডে (পরিবহন গ্যারেজ) সদস্য পদে শরিফুল ইসলাম-১ (টর্চ লাইট) প্রতীক ১১৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শফিকুল ইসলাম (ডাব) প্রতীক ৫০ ভোট পেয়েছে। ৪ নং ওয়ার্ডে (ইক্ষু সংগ্রহ) সদস্য পদে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতীক ৭৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়ামিন হক (আখের আটি) সদস্য পদে প্রতীক পেয়েছে ৪৬ ভোট। ৫ নং ওয়ার্ডে (ইক্ষু উন্নয়ন) সদস্য পদে সাইফুদ্দিন (ডাব) প্রতীক ৬৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হারিজুল ইসলাম (আখের আটি) পেয়েছে ৩৮ ভোট। ৬ নং ওয়ার্ডে (উৎপাদন) সদস্য পদে হাফিজুর রহমান (বেলচা) প্রতীক ১৭৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মজিবর রহমান (ডাব) প্রতীক পেয়েছে ৭৮ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশল) সদস্য পদে মফিজুর রহমান (বেলচা) প্রতীক ১৪৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজাদ আলী (হাতুড়ী) ৭৭ ভোট পেয়েছে।

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) তহিদুল ইসলাম মামলা দুটি আমলে নেন।
দুদক কুষ্টিয়া জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া মামলাটি দায়ের করেন বলে দুদকের আইনজীবী আল-মুজাহিদ মিঠু জানান।
আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান
(৫৭) ও তার স্ত্রী বিলকিস রহমান (৪৭)।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০০২ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত খলিলুর রহমানের স্ত্রী বিলকিস রহমান জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার ৫৬৪ টাকা আহরণ করেছেন।
তার বিরুদ্ধে দুদক আইন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়।
খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে করা মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ১৮ আগস্ট সময়ের মধ্যে ৫২ লাখ ৫৫ হাজার ১৬৯ টাকা আয়ের বৈধ কোনো উৎস দেখাতে পারেননি।
তার বিরুদ্ধেও একই ধারায় মামলা হয়েছে।
এদিকে দুদকের এই মামলা দায়েরের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে লোকজন স্বস্তি প্রকাশ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এসএম কাদেরী শাকিল বলেন, “অনেক দেরিতে হলেও দুদকের এই পদক্ষেপে আমি খুশি। তবে দুদক কোটি টাকার সম্পত্তির যে হিসাব দিচ্ছে সেই পরিমাণটা আমার মনে হয় আরও অধিক হওয়ার কথা। যাই হোক, ঠিক তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারসহ বিদ্যালয়টিকে রক্ষার দাবি করছি।”

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চিকিৎসক নেতা আমিনুল হক

রতন বলেন, “এতদিন আমাদের চোখের সামনে তিল তিল করে বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অনেকেই দেখেছি; কিন্তু কেউ মুখ খুলে কিছু বলতে পারিনি।”
এই প্রতিষ্ঠানটি কিছু স্বার্থন্বেষী প্রভাবশালী মহলের অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, “দুদক এতোদিন পর মামলাটি করলেও আমি বলতে চাই, এই প্রতিষ্ঠানটিকে লুটপাট করে এর অস্তিত্বকে যারা বিপন্নের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাদের সকলের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কী পরিমাণ সম্পদ লুটপাট হয়েছে তার ঠিক পরিসংখ্যান আমরা জানতে চাই।” দুদকের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়ে কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমানের মোবাইলে ফোন দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।
বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক এ কে এম মুনির বলেন, “দুদকের মামলার বিষয়ে আমি শুনেছি। এটা প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। স্কুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া দুদক যে মামলা করেছে তার মেরিট দুর্বল। এ মামলায় শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না।”

মহেশপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহেশপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় উপজেলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
বিতর্কের বিষয় ছিলো করোনাকালে নারী নেতৃত্বই গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব। প্রতিযোগিতায় পক্ষ দলে অংশগ্রহণ করেন মহেশপুর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হাসিনা খাতুন, মহেশপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক পারভীন আরা শশী ও মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিক্যাল অফিসার ডা. বানী শ্রী ভদ্র। বিপক্ষ দলে অংশগ্রহণ করেন মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক

সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ, উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার ওহিদুল ইসলাম ও পৌরল্যাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এটিএম খায়রুল আনাম।
বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মডারেটর এর দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাংবাদিক মো: সফিকুল ইসলাম জুয়েল
বিচারক এর দায়িত্ব পালন করেন মহেশপুর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অমিত বাগচী এবং মহেশপুর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার অবিনাশ কর্মকার। প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ময়জুদ্দীন হামিদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাশ্বতী শীল। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আলমডাঙ্গায় ২ বেকারিতে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা

জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গায় নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য তৈরি ও পণ্যে মূল্য তালিকা না থাকায় ২ বেকারিতে জরিমানা করেছে।
গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে আলমডাঙ্গার হাইরোডস্থ মেসার্স মামুন বেকারিতে অভিযান পরিচালনায় করেন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে বেকারিতে অস্বাস্থ্যকর ভাবে খাদ্য দ্রব্য তৈরি ও তৈরিকৃত পণ্যে মোড়ক না থাকা ও মেয়াদ, মুল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৭, ৪৩ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলায় দায়িত্বরত সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ মেসার্স আরজু ফুডে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে আরজু ফুড নামের

বেকারিতে নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি, মূল্য ও মেয়াদ তালিকা না থাকায় আরজু ফুডস এর মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে।
দুই বেকারিতে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
অভিযান চলাকালীন ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেন। এছাড়াও, সবাইকে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় না করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।
অভিযানের সময় উপস্থিত জনসাধারণকে ভোক্তা অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।
নিরাপত্তায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এরূপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।